তারিখ ... 21 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

সমকাল

এবার নকলায় শিক্ষককে মারধর

■ শেরপুর প্রতিনিধি

এবার শেরপুরের নকলায় গত বুধবার বড়ইতার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. শহিদুল ইসলামকে পিটিয়ে আহত করেছেন ওই উপজেলার শিক্ষা প্রকল্প রিসোর্স সেন্টারের (ইউআরসি) প্রশিক্ষক লুৎফর রহমান লিটন। গুরুতর আহত অবস্থায় শহিদুল ইসলামকে নকলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, শিক্ষক মো. শহিদুল ইসলামের স্ত্রী একই উপজেলার মেদীপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সরুফা বেগম ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য গত মঙ্গলবার উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে আসেন। কিন্তু প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষক লুৎফর রহমান তার কাছে উৎকোচ দাবি করেন। তিনি উৎকোচ দিতে অস্বীকার করায় ওই প্রশিক্ষক সরুফা বেগমকে অপমাণ করে প্রশিক্ষণ সেন্টার থেকে বের করে দেন। ঘটনাটি তিনি তার স্বামীকে জানালে শিক্ষক শহিদুল বুধবার বিকেলে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ওয়াহেদ আলীর কাছে অভিযোগ দিতে আসেন। এ সময় ক্ষিপ্ত হয়ে প্রশিক্ষক লিটন তার ভাই ও চাচা মিলে শিক্ষা কর্মকর্তার কক্ষের সামনেই শহিদুলকে মারধর করলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে স্থানীয়রা তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এদিকে ঘটনা জানাজানির পর গতকাল উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে প্রশিক্ষক লুৎফর রহমানের উদ্দেশে থুথু নিক্ষেপ কর্মসূচি পালন ও তার প্রশিক্ষণ বর্জণের ঘোষণা দেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মোবারক হোসেন সংবাদ সম্মেলন করে অবিলম্বে প্রশিক্ষক লিটনকে আইনের আওতায় এনে দ্রুত অপসারণের দাবি জানান।